টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৯৬৮ কীটনাশক ঔষধ আইন বলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের নিরাপত্তার জন্য খোলাবাজারে উক্ত কীটনাশক ঔষধের অবাধ বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। কীটনাশক বিষ বিক্রয় ও প্রস্তুত করণের লাইসেন্সের জন্য ৬নং ফরমে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে আবেদন করিতে হইবে। ঐ ফরম ব্লক অফিসে পাওয়া যাইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস হইতে প্রচারিত।

৫৯শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৯ই আগষ্ট, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে

গত ৫ই আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় সহ ছয়জন মন্ত্রী মুর্শিদাবাদের হাহাকার চোখে দেখে গেলেন। রাজ্য সরকারের এই **সপ্তর্ষি** সরোজমিনে কি দেখতে পেলেন, কি জানলেন আমরা জানি না। তবে রাজপুরুষদের চোখ ত চরেরা। তাঁরা যা পরিবেশণ করেন, রাজপুরুষে তাই দেখে...

কিন্তু খরাত্রাণ তথা দুর্গতিমোচনের নমুনা যা সংবাদে পাওয়া গেল, তার পরিমাণ মনে হয়, অত্যন্ত কম। সার কিনতে চাষী-ঋণ পাবেন ৬ ল... হাজার টাকা এবং বীজ ধান কিনতে ৫ লক্ষ টাকা।

আশা করা যায় কি যে, সার ও বীজ ছিটোলেই ফসল হবে 'বাম্পার'? 'জল জল' করে লোকে মরে যাচ্ছে। সারা জেলায় মাত্র ১২টি গভীর নলকূপ বিদ্যুৎহীন ও অচল। কেনই বা এতাবৎকাল আরও গভীর নলকূপ দেওয়া হল না? ক্যানেল নামক পদার্থটি আকাশের জল পেলে তবে দিতে পারে। গভীর নলকূপে তা হবার জো নেই। এই নলকূপের জল নেওয়ার জন্যে চাষী ক্যানেলট্যাক্সের মত ট্যাক্স দিতে রাজী নন বলে আমরা শুনিনি। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলের চাষীরা মাথায় হাত দিয়েছেন। আমন ধান রোয়ার মরশুম চলে গেল। এখন আকাশের করুণা পেলে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল পাওয়ার আশা থাকবে। বাকি ৫০ ভাগের জন্যে চাষীরা কি করবেন? এবারের দারুণ পরিস্থিতিতে রেশনের মাধ্যমে চালের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার ইউনিট পিছু নয়, সদস্যপিছু এবং সর্ব্বশ্রেণীর কার্ডে চাল দেওয়ার প্রয়োজন। তা ছাড়া খোলাবাজারে চালের সহজপ্রাপ্যতা যাতে থাকে সে দিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ সবের ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই হবে দুর্গতির মোকাবিলা করা।

জঙ্গিপুর রোড রেল-ষ্টেশনের সহিত শহরের টেলিফোন যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত না হওয়ার কারণ কী?

শোনা যাইতেছে টেলিফোন বিভাগের পাওনা টাকা সময়মত জমা না দেওয়ায় জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জের অন্যান্য সরকারী অফিসের সহিত একই সঙ্গে জঙ্গিপুর রোড রেল-ষ্টেশনের টেলিফোন সংযোগও টেলিফোন বিভাগ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

পরবর্ত্তীকালে পাওনা টাকা জমা দেওয়ায় অন্যান্য সরকারী অফিসের টেলিফোন যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখনও পাওনা টাকা জমা না দেওয়ায় ঐ সংযোগ আজও পুনঃস্থাপিত হয় নাই। ফলে জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণকে সাধারণ প্রয়োজনেও তিন মাইল দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে স্বয়ং উপস্থিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে জনসাধারণ আজ বহুদিন যাবত সবিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। সে কারণে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের দাবী যাহাতে এই সংযোগ সত্বর পুনঃস্থাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।

'নাই—নাই যে বাকি সময় আমার'

জরুর, ৩রা আগষ্ট—যে সময় সারা মুর্শিদাবাদ নিদারুণ খরায় বিপর্যস্ত, চাষীর মাথায় হাত, ঘরের ঘটি-বাটি বিক্রয় করে বা বন্ধক দিয়ে দুমুঠো চাল কিনতে সর্ব্বস্বান্ত, তখন একটি দুর্গত এলাকা জরুর-জামুয়ার অঞ্চলে সাগরদীঘি কেন্দ্রের এম, এল, এ শ্রীনৃসিংহকুমার মণ্ডল মহাশয় একটু ঘুরে আসবারও অবকাশ পান নি। তিনি যদি একবার ঐ অঞ্চলে ঘুরে আসবার জন্যে তাঁর অতি মূল্যবান এবং কর্ম্মব্যস্ত সময়ের যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করতেন, তবে তিনি কমপক্ষে অনাহারক্লিষ্ট ১০০টি মৃত্যুপথযাত্রী তাঁরই প্রাক্তন ভোটার দেখতে পেতেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

অধুনাদুর্লভ একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

গত ৪/৮/৭২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'তীর্যক'-এর প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ফোনে উদ্দিষ্ট কাহাকে যেন জানাইতেছেন: **ঘোড়ায় খাচ্ছে না? তাহলে পশ্চিম বাংলায় পাঠিয়ে দিন।** বুঝিতে অসুবিধা নাই, ঘোড়ার অখাদ্য চাল, গম বা আটা পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। বস্তুতঃ রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পচা এবং পোকালাগা চাল কলিকাতার রেশন দোকানে ও গুদামে আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমৈত্র তাহার ফলে যে কড়া মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহাও আশা করি, পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন।

বস্তুতঃ স্বাধীনতা-উত্তর চরমপ্রাপ্তি বলিয়া কিছু যদি ভারতে এবং বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহা এই অনাক্রম্যতা। কেন না, আজ ভারতে খাদ্যে এত ব্যাপক এবং বিচিত্র ভেজাল দেওয়া হইতেছে, এমন পচা খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইতেছে, যাহার ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ভেজালে ও পচায় আর আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আমাদের দেহ 'ইম্যিউন্‌ড্‌' হইয়া গিয়াছে। বরং আজকাল খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল না থাকাটাই যেন অভাবনীয়। নীতিবাগীশ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বালাইতেছেন। কারণ ভেজালের রাজ্যে আপন অস্তিত্বের লড়াইয়ে তাঁহারা টিকিয়া থাকিতে পারেন না।

আবার ভেজাল খাদ্য ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। চাল, তেল, ঘি, আটা প্রভৃতি অনিবার্য খাদ্যসামগ্রীর বৃহদায়তন ব্যবসায় বঙ্গেতর ভাগ্যবানদের হাতে। তাহারা লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া একদা আসিয়াছিল; এখন বাঙ্গালীর হাতে [illegible]ঃস্বতার প্রতীক ঐ লোটা-কম্বল তাহারা তুলিয়া দিয়াছে। 'বঙ্গাল ভাইলোগোঁকো' তাঁহারা মরা মহিষ হইতে আরম্ভ করিয়া হেন জন্তু নাই, যাহার চর্বি তাঁহাদের প্রত্যয়িত বিশুদ্ধ ভয়না ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতেছেন না। অবশ্য নিজেদের ব্যবহারের জন্য 'সাহিবগঞ্জ ইয়া দ্বারভাঙ্গাসে' বিশেষ ঘৃত আসে। বঙ্গেতর রাজস্থানী বা গুজরাটী তেল-কল মালিকেরা সরিষার নির্বাসন দিয়া খাঁটী সরিষার তৈল নামে 'একদম বঢ়িয়াঁ চীজেঁ বনাতে হ্যাঁয়্'। তাঁহারা তেলের ব্যবহার কম করেন, করিলেও 'অলগ্ ব্যবস্থাসে'। আটা যাহা বস্তাবন্দী হইয়া আমাদের কাছে আসিতেছে, তাহার মধ্য হইতে গম মগরাজ্যে চলিয়া যায়, থাকে তিক্ত-কটু-কষায় স্বাদযুক্ত তেঁতুলবীচি-নরমপাথর প্রভৃতির গুণ্ডিকা যাহা ভাজিলে-সেঁকিলে বাঙ্গালীর খাদ্য হইয়া যায়। তাঁহারা যে আটা খান, তাহা বঙ্গবীরদের জন্য অতি বিশুদ্ধ ছাপের আটা নহে।

যাহা হউক, এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। ভেজাল খাদ্যের কারবারী তথা চোরাকারবারীকে রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া দেওয়ার বহুবিঘোষিত ও কর্ণকুহরতৃপ্তিদায়ক বাণীটি তথাকথিত মিলবাড়ির একটি ইষ্টকও খসাইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে অমুক ঝুনঝুনওয়ালা কি অমুক টনটনিয়া খাদ্যে ভেজাল বা চোরাকারবারের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন—মুখরোচক এই সংবাদ তাবৎ বঙ্গসন্তানদের কোন দিনই মনে স্বস্তি জন্মায় নাই। কারণ তাহা ত চক্ষু-প্রক্ষালনমাত্র। কেন না, [illegible]ব ঝুনঝুনওয়ালারা বহাল তবিয়তেই আছেন 'দেশ কী ঔর জনসমাজকী সেওয়া কে লিয়ে'। গণতান্ত্রিক দেশে তাঁহাদের বহু ভূমিকা রহিয়াছে।

হালফিল খবর এই যে, পশ্চিমবঙ্গের ষাণ্মাসিক সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর কর্মতৎপরতাকে অনেকেই সুনজরে দেখিতেছেন না। 'ইয়ে ক্যা হ্যায়? এ্যায়সা উঅরাউঅর সে তো নহীঁ চল্‌তা থা'? অস্য নির্গলিতার্থঃ—রেশনের দোকানে বা গুদামগুলিতে হানা দেওয়া কেন? না হয় পচা, পোকাধরা জটপাকান চাল-আটা 'বঙ্গাল ভাঈলোগোঁকে লিয়ে মজুত করিয়াসে।' খাদ্যমন্ত্রী শ্রীমৈত্র মহাশয় সত্যই বিরাট ত্রুটি করিয়া ফেলিতেছেন। কারণ তিনি পূর্বাপর বিভিন্ন দলের সরকারী মন্ত্রীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও গদাতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দোকানে-গুদামে অতর্কিতে হানা দিয়া পচা খাদ্যশস্য আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন। আরও সাংঘাতিক কাজ তিনি করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সৎ অথচ দুর্ভোগে পড়া নিষ্ঠাবান্ কর্মী শ্রীএন, সি, রায়কে চেয়ারম্যান করিয়া এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন যে কমিটি অনেকেরই টনক নড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশন এই সব কাজকে গোস্তাকী মনে করিতেছেন এবং রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীর উপর বিভিন্ন চাপের সৃষ্টি করিতেছেন। কেন না, পচা চাল কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত মাল। থলির ভিতর হইতে মার্জার বাহির হইয়া পড়িতেছে। এখন দু-একটি কুঞ্চিকার সন্ধান করিতে করিতে ফণীর অস্তিত্ব ধরা পড়িবে—কর্পোরেশন ইহাই ভাবিয়া উল্লেখিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কর্পোরেশন এই সুবাদে হয়ত বাঙ্গালী মীরজাফরের সন্ধানেও আছেন যাহাতে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিপ্সীত পথে বাধা পান তথা নাজেহাল হন।

আমরা খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের অধুনাদুর্লভ এই সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি যে দাবী তুলিয়াছেন, তাহা পূরণ করিয়া লউন। কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশন বিভিন্ন রাজ্য হইতে সস্তা-জঘন্য চাল কিনিয়া ভাল দর দেখাইয়া খাতায় এনট্রি করিবেন এবং বাংলার রেশনে তাহা সরবরাহ করিতে থাকিবেন এমন ব্যবস্থা মানিয়া লওয়ার বাধ্যবাধকতা কোন 'শিডিউল'-এ নিশ্চয়ই নাই। রাজ্য সরকার আগে যেমন নিজেরাই বিভিন্ন রাজ্য হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিতেন, তাহাই করুন অথবা একটি রাজ্য ফুড কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। গো-খাদ্যেরও অনুপযোগী এমন ভাত বাঙ্গালীর পাতে যেন দেওয়া না হয়। এই সম্পর্কে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শ্রীমৈত্রের দৃঢ়-ভূমিকাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা দিন এবং শ্রীমৈত্রের নিজ কর্তব্য পালনে তিনিও সচেষ্ট হউন—ইহা বাঙ্গালী জাতির প্রার্থনা। তবে যদি কোন বাঙ্গালী কর্মচারী শ্রীমৈত্রের কাজের পথে কাঞ্চনকৌলিন্যে মজিয়া গিয়া কোনওরূপ বাধার সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হন এবং নিজের স্বার্থ দেখিতে সারা জাতির স্বার্থক্ষুণ্ণ করেন, তাহাও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সবলে রুখিতে হইবে। এইটুকু আশা করা কি অন্যায় হইবে?

ইহা কি সত্য ?

কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের কাছে কি রাজ্য সরকার বাঁধা পড়ে আছেন ? এই সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে সর্ত্তাদি আছে, তার মধ্যে প্রধান এই যে, রাজ্য সরকারের জন্যে কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশন চাল-গম প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য হতে সংগ্রহ করবেন এবং পাঠাবেন। বিলির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই বলে ফুড কর্পোরেশন ধারে এই সব খাদ্য-শস্য সরবরাহ করেন। এখন রাজ্য সরকার টাকা মিটিয়ে দিতে দেরী করার জন্যে অর্ডার দেওয়া চাল গম যদি খারাপ হয়েও যায়, তবু তা সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে কি বলবেন, জনসাধারণ তা শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক (বহুমুখী) বিদ্যালয়ের (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ) পরিচালক সমিতির পুনর্গঠনের কার্য্যসূচী সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

(১) প্রাথমিক ভোটার তালিকার প্রকাশ—
৬-৯-৭২ বেলা ২ ঘটিকায়

(২) দাবী ও আপত্তি দাখিলের তারিখ—
১৪-৯-৭২ বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে

(৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ—
২২-৯-৭২ বেলা ২ ঘটিকায়

(৪) মনোনয়ন-পত্র দাখিলের তারিখ—
৩০-৯-৭২ বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে

(৫) মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা—৪-১০-৭২ বেলা ২ ঘটিকায়

(৬) মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহারের তারিখ—
৫-১০-৭২ বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে

(৭) নির্ব্বাচনের তারিখ : ৮-১০-৭২ (সকাল ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত। প্রয়োজনবোধে দুপুর ১টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত।)

শ্রীশৈলেয়ীরঞ্জন নাথ,
প্রধান শিক্ষক
৫/৮/৭২
জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়।

অভিনব উপায়ে ডাকাত ধৃত

সি আর পি-র কৃতিত্ব

মিত্রপুর, ৩রা আগষ্ট—দিন কয়েক আগে মুরারই থানাধীন মিত্রপুর গ্রামের কাছে একদল ডাকাত ধরা পড়ে। প্রকাশ, রাত্রিতে মিত্রপুরস্থিত সি. আর. পি-রা আকাশে টর্চ্চ-বাতির ফোকাস ঘুরতে দেখে ঐ আলোর অনুসরণ করে চুপি চুপি গিয়ে দুজন ডাকাতকে ধরে। তাদের প্রহার দিলে তারা ডাকাতি করতে যাওয়ার জন্যে সাথীদের সমবেত করছিল এইরূপ কবুল করে। সি. আর পি রা ঐ ডাকাতদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি জানতে চাইলে ডাকাত দুটি আকাশে টর্চ্চের ফোকাস ফেলে ঘুরাতে থাকার কথা বলে। তখন সি. আর. পি-রা নিজেরাই টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে একে একে আরও সাতজন ডাকাতকে ধরে। প্রকাশ, এই ডাকাতেরা ঐ অঞ্চলের কাশিমনগর গ্রামের এবং তারা সেদিন মুরারই থানার গগনপুর গ্রামে ডাকাতি করতে যাচ্ছিল।

পৌরসভা মার্কেট হবার বাধা কোথায় ?

জঙ্গিপুর-র[illegible]ঞ্জ শহরে উন্নত ধরণের বাজারের অভাব বহু দিনের। স্থানাভাবে এই ধরণের বাজার নির্ম্মাণের জন্যও সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে সদরঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বের গহ্বর মাটি ফেলিয়া বন্ধ করিয়া পৌর কর্ত্তৃপক্ষ বিশাল এক স্থান সংকুলান করিয়া সেই অভাব দূর করিয়াছেন। সদরঘাট নদীর উভয় পারের শহরের কেন্দ্রস্থল। জনগণের আশা এই স্থানে "কমন মার্কেট"-এর মত বাজার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা পৌর কর্ত্তৃপক্ষ যেন করেন। শোনা যাইতেছে, ঐ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য নক্সা ইত্যাদিও পৌর কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন। সরকারও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। তথাপিও অজ্ঞাত কারণে বাজার নির্ম্মাণ বিলম্বিত হইতেছে। পৌরবাসীগণ আশা করেন পৌর প্রতিনিধিগণ একমত হইয়া জনসাধারণের এই আশা অতি শীঘ্র বাস্তবে রূপায়িত করিবেন।

বাস্তুহারাকে পাঁচ কাঠা জমি এবং ১৫০ টাকা দেওয়া হবে

—শ্রীঅতীশ সিংহ

সাগরদীঘি, ৬ই আগষ্ট—ক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ সিংহ আজ এখানে বিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন যে গৃহহীনকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য পাঁচ কাঠা জমি এবং ১৫০ টাকা করে নগদ দেওয়া হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্য বিধানসভায় এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জ্জীর দৃষ্টি আকর্ষণী এক প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীসিংহ বলেন, "কর্ম্মসংস্থানের সুযোগের জন্য অবিলম্বে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের সাগরদীঘির স্কীমগুলি অনুমোদন করা হবে। অন্যান্য খাত থেকে টাকা বাঁচিয়ে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আরও টি, আর স্কীম চালু করা হবে। বর্ত্তমানে যেখানে শতকরা ১ ভাগ খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেখানে ঐ পরিমাণকে বাড়িয়ে ৫ ভাগ করা হবে।" তিনি স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদেরকে ভূমিহীনদের নামের তালিকা পেশ করার অনুরোধ জানান।

অনাহারে দুই জনের শোচনীয় মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৭ই আগষ্ট—এই থানার ৪নং গোবর্দ্ধনডাঙ্গা অঞ্চলের দস্তরহাট গ্রামে গত সপ্তাহের প্রথমদিকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার অনাহারে শোচনীয় মৃত্যুর খবর আজ এখানে পাওয়া গিয়েছে। এই মৃত্যু সংবাদ মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয়কে গ্রামবাসীরা অবহিত করান এবং ব্যাপক খয়রাতি সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।

চুরি

সাগরদীঘি, ৬ই আগষ্ট—গতকাল রাত্রে পোপাড়া গ্রামের হাউস সেখের বাড়ীতে একদল দুর্বৃত্ত তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য সঞ্চিত ৩ ভরি সোনার এবং ৪০ ভরি চাঁদি ও রূপোর গহনা নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সম্পর্কে থানায় ডাইরী করা হয়েছে।

সুবর্ণ সুযোগ

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে মহিলা বন্ধ্যাকরণের তিনটি বেড খোলা হইয়াছে।

ভর্ত্তির দিন—বুধবার এবং শুক্রবার।

হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে মহিলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

যাবতীয় ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হয়।

জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।

কলেজ কর্ম্মচারী সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন

গত ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭২, জঙ্গীপুর কলেজ অশিক্ষক কর্ম্মচারী সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে 'সভাপতি', 'সম্পাদক' ও 'কোষাধ্যক্ষ' পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সর্ব্বশ্রী মদনমোহন দাস, শ্রীকানাইলাল সিংহ ও শ্রীনবকুমার বারিক। বিদায়ী সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলকুমার ধর সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করেন ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ঐ সমিতি 'পশ্চিমবঙ্গ (গভঃ স্পনসর্ড) কলেজ কর্ম্মচারী সমিতি'র অনুমোদিত।

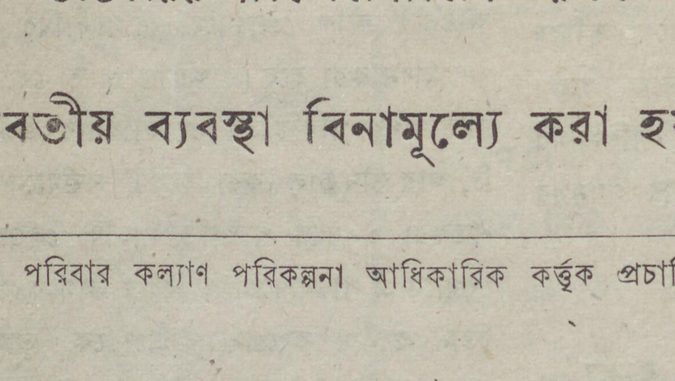

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া বা ...

... এই কুকারটির ... ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

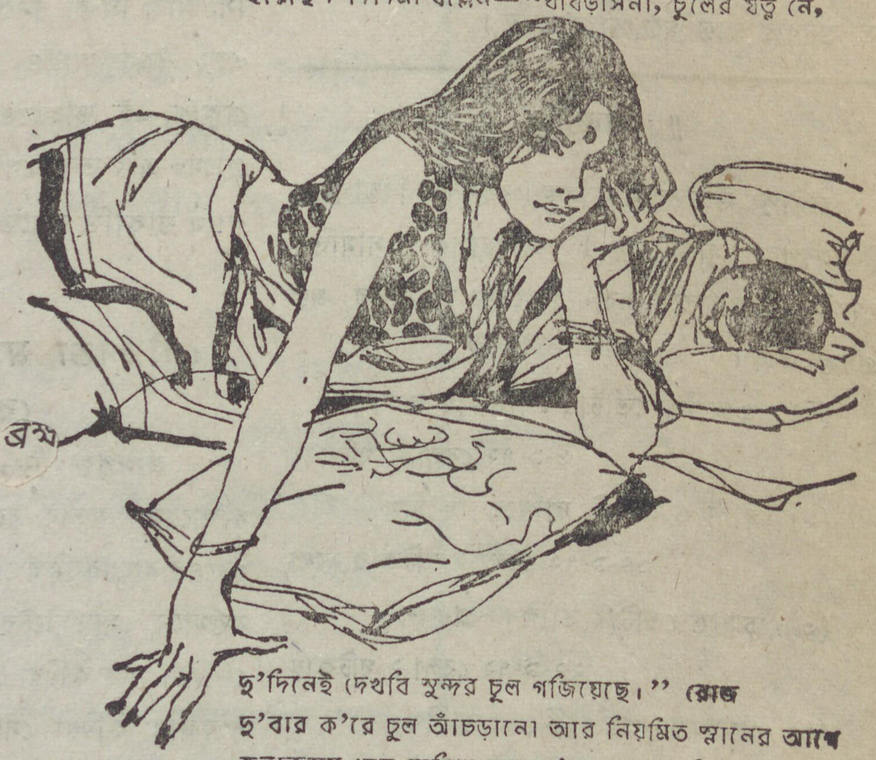

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA J.K-84-B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৯ সাল।

নারী হরণ

গত ১লা আগষ্ট রাত্রি আটটা নাগাদ ভুরকুণ্ডা গ্রামের তজিল সেখ ও তার স্ত্রী সাদেকা বিবি জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে মাঠের পথে উমরপুরের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ জাতীয় সড়কের কাছে কয়েকজন লোক তজিল সেখের স্ত্রী সাদেকাকে জোরপূর্ব্বক একটি ট্রাকে উঠিয়ে দ্রুত গতিতে ট্রাক নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

রাত্রি দশটা নাগাদ পাকুড় যাবার পথে মেয়েটির প্রয়োজনে ট্রাক চালক ট্রাক থামাতে বাধ্য হয়। মেয়েটি গাড়ী হতে নেমেই পথ-পার্শ্বের এক হাজীর বাড়ীতে ঢুকে পরে। এদিকে, ট্রাক ফেলে ট্রাকের লোকজনেরা পালিয়ে যায়। সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ট্রাকটিকে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে পুলিশ সন্দেহবশতঃ উমরপুরের হোটেল মালিক তেজ সিংকে গ্রেপ্তার করে। ট্রাক চালক ও অন্যান্যদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। ঘটনাটি জঙ্গিপুর মহকুমা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন আছে। বর্ত্তমানে মেয়েটি স্বামী গৃহেই আছে।

বোমা ফাটিয়ে রান্না করা খাবার লুঠ

সাগরদীঘি, ৫ই আগষ্ট—এই থানার সমসাবাদ গ্রামের সাঁওতালপাড়ায় ১০।১২ জন দুর্বৃত্ত গতকাল রাত্রি বারোটা নাগাদ শিবু মাঝির বাড়ীতে হানা দেয় এবং সকলকে ভয় দেখাবার জন্য পর পর [illegible] বোমা ফাটিয়ে রান্না করা ভাত, ডাল, তরকারী ইত্যাদি খেয়ে পালিয়ে যায়। শিবু তাদের কয়েকজনকে মারলে তারা তার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনাবৃষ্টির ফলে এই থানার খাদ্যপরিস্থিতি ভয়াবহরূপ নিয়েছে। বাজারে ২·৪০ পয়সা দরেও এক কেজি চাল মেলা দায়। অবিলম্বে এই থানায় ব্যাপকভাবে খয়রাতি সাহায্য না দিলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। তখন গরীব নিজে থেকেই হঠতে শুরু করবে!

ফেরী ঘাটে নৌকা নাই কেন?

রঘুনাথগঞ্জ থানার গদাইপুর ফেরীঘাটে গত ২।৮।৭২ থেকে পারাপারের কোন নৌকা না থাকায় উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নাই। স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রায় সাত মাইল পথ ঘুরে জাতীয় সড়ক হয়ে শহরে আসতে হচ্ছে। ইজারাদারের খেয়ালে নিরীহ জনসাধারণ আর কত দুর্ভোগ ভোগ করবেন। এ ব্যাপারে আমরা জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক ও জেলা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৯ সাল।

কৃষি-ঋণের টাকা আত্মসাৎ

সাগরদীঘি, ২৮শে জুলাই—২৭০নং বণ্ডের ৮ জনের ৩০০ টাকা কৃষি-ঋণের মধ্যে ২৮৬ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই ব্লকের যুগর গ্রামের সফিউল্লা মৌলভীর বিরুদ্ধে গতকাল থানায় ডায়েরী করা হয়েছে।

প্রকাশ, গত ২৫শে জুলাই মৌঃ সফিউল্লা উন্নয়ন সংস্থা অফিস থেকে ইসলাম সেখসহ আটজনের নামে উপরোক্ত বণ্ডে কৃষি-ঋণ বাবদ তিনশত টাকা নেন। পরে তিনি ইসলাম সেখসহ সাতজনকে "পারিশ্রমিক" (?) হিসাবে দুই টাকা করে দেন এবং বাকী ২৮৬ টাকা আত্মসাৎ করেন। গতকাল ইসলাম সেখ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে থানায় ডায়েরী করেন।

আত্মহত্যা

বহরমপুর, ২৯শে জুলাই—গত পরশু গোরাবাজারে শ্রীগোপাল সাহা (২৪) নামে একজন চাকরিজীবী যুবক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

গত ২রা জুলাই গোরাবাজারেই শ্রীপ্রতুল সাহা (১৭) নামে অপর একজন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র বাড়ীর ছাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগামী ১৬ই আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ পুরাতন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সন্ধ্যে সাতটায়, জঙ্গিপুর যুব গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'সুকান্ত জন্ম-উৎসব' পালন করা হইবে। এ উপলক্ষে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। যুব গোষ্ঠীর এই শুভ প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

শাবাশ বেকার

সাগরদীঘি ৫ই আগষ্ট—সম্প্রতি এই থানার বয়াড় গ্রামের ১৮ জন শিক্ষিত বেকার সাময়িকভাবে তাঁদের বেকারত্ব মোচনের এক অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টি করেছেন। টি, আর-এর বয়াড় থেকে তসপাড়া স্কীমে তাঁরা কুলীদের মত নিজ হাতে মাটি কেটেছেন এবং পারিশ্রমিক বাবদ ১১৫০ গ্রাম করে গম এবং একটি করে টাকা মাথাপিছু রোজগার করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বি-এ, বি, এস-সি পাশ আবার কেউবা পার্ট-ওয়ান দিয়েছেন অথবা পাশ করেছেন। গ্রাম-বাংলার বেকারদের এঁদের পথ অনুসরণ করা উচিত।

বিক্ষোভ মিছিল

সাগরদীঘি, ৪ই আগষ্ট—গতকাল সি, পি, আই-এর নেতৃত্বে একদল বিক্ষোভকারী খয়রাতি সাহায্যের দাবীতে বি, ডি, ও অফিস ঘেরাও করেন। বি, ডি, ও-র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর তাঁরা ফিরে যান।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।